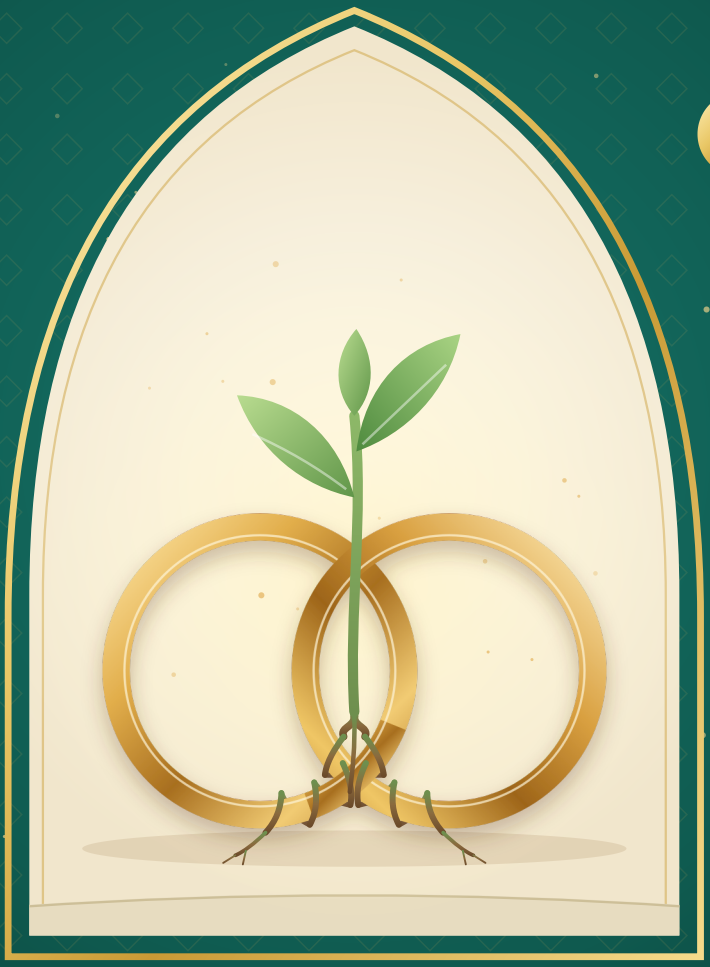
সুসন্তান গড়ার দিকদর্শন

সিরিজ ১

শুরুটা বিয়ে থেকে



আমজাদ হুসাইন ভুঁইয়া

amzadinsight

সুসন্তান গড়ার দিকদর্শন · সিরিজ ১

শুরুটা বিয়ে থেকে

জীবনসঙ্গী বাছাই ও সন্তান প্রতিপালনের প্রথম ধাপ

বিয়ের পথে থাকা তরুণ-তরুণী ও তাঁদের অভিভাবকদের জন্য

আমজাদ হুসাইন ভুঁইয়া

amzadinsight

www.amzadinsight.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬

প্রথম পর্ব: ভিত্তি

বিয়ে: স্বভাবের ডাক, সুন্নাহর পথ ১০

একটি বিয়ে, অনেক কল্যাণ ১৪

দ্বিতীয় পর্ব: বাছাই

প্রথম প্রশ্ন: দ্বীন আর চরিত্র ২১

কোন ঘর থেকে আসছে ২৫

আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে ও সুস্থ সন্তান ২৯

কুমারী, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা: সম্মান সবার ৩৩

সন্তানের আশা, সন্তানের দায়িত্ব ৩৭

শেষ কথা ৪১

পাঠকের প্রতি ৪২

ভূমিকা

সন্তান প্রতিপালন নিয়ে কথা উঠলেই আমরা সাধারণত শিশুর জন্মের পরের সময়টার কথা ভাবি। কীভাবে খাওয়াব, কোন স্কুলে দেব, কীভাবে নামাজ শেখাব, মোবাইল থেকে কীভাবে দূরে রাখব। প্রশ্নগুলো জরুরি, সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমরা প্রায় কখনোই করি না: সন্তানের প্রতিপালন আসলে শুরু হয় কখন?

উত্তরটা অনেককে অবাক করবে। শিশুর জন্মের অনেক আগে, এমনকি তার মায়ের গর্ভে আসারও আগে, যেদিন একজন পুরুষ আর একজন নারী ঠিক করেন যে তাঁরা একসঙ্গে জীবন কাটাবেন, সেদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় একটি শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ার কাজ। কারণ সন্তান কেমন মানুষ হবে, তার অনেকখানি নির্ভর করে সে কেমন মা-বাবা পাবে, কেমন ঘরে চোখ মেলবে, কোন পরিবেশে বড় হবে তার ওপর। আর এই সবকিছুর ভিত্তি একটি সিদ্ধান্ত: জীবনসঙ্গী হিসেবে আমরা কাকে বেছে নিচ্ছি।

আমাদের সমাজে বিয়ের আলোচনা প্রায়ই ঘুরপাক খায় কয়েকটি বিষয় ঘিরে। ছেলে কী চাকরি করে, বেতন কত, মেয়ে দেখতে কেমন, গায়ের রং কেমন, বাবার কী আছে। এসবের কিছু গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যে মানুষটি একদিন আপনার সন্তানের মা বা বাবা হবেন, তাঁর ঈমান, চরিত্র, ধৈর্য, রাগ সামলানোর ক্ষমতা, মানুষের সঙ্গে আচরণ, এই প্রশ্নগুলো অনেক সময় আলোচনার টেবিলেই ওঠে না।

এই বই সেই না-ওঠা প্রশ্নগুলো নিয়ে। এখানে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, ইসলাম বিয়েকে কীভাবে দেখে, জীবনসঙ্গী বাছাইয়ে কোন বিষয়গুলোকে আগে রাখতে বলে, আর এই বাছাইয়ের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সন্তানের প্রতিপালনের সম্পর্ক কোথায়। বইটির চিন্তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান রহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ «তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম»-এর আলোকে। তবে এটি সেই বইয়ের অনুবাদ নয়। আলোচনা সাজানো হয়েছে নিজের মতো করে, আজকের বাংলাদেশি পরিবারের বাস্তবতা মাথায় রেখে। তাই এই বইয়ের উপস্থাপনা, ব্যাখ্যা আর সমকালীন

সংযোজনের সব দায় সম্পূর্ণভাবে বর্তমান লেখকের, মূল গ্রন্থের সম্মানিত লেখকের নয়।

বইটি তাঁদের জন্য, যাঁরা বিয়ের কথা ভাবছেন। তাঁদের মা-বাবার জন্যও, যাঁরা সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী খুঁজছেন। আর যাঁরা ইতিমধ্যে বিবাহিত, তাঁরাও হয়তো এখানে নিজেদের সংসারকে নতুন চোখে দেখার কিছু খোরাক পাবেন। কারণ ভালো সঙ্গী খোঁজার পাশাপাশি নিজে ভালো সঙ্গী হয়ে ওঠাও এই আলোচনারই অংশ।

আমজাদ হুসাইন ভুঁইয়া

amzadinsight

প্রথম পর্ব

ভিত্তি

বিয়ে কেন, আর একটি সুস্থ বিয়ে কীভাবে সন্তান, পরিবার ও সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে

amzadinsight

amzadinsight

১

অধ্যায়

বিয়ে: স্বভাবের ডাক, সুন্নাহর পথ

> *যে চাহিদা আল্লাহ নিজে মানুষের ভেতরে রেখেছেন, ইসলাম তাকে অস্বীকার করে না, বরং সুন্দর পথ দেখায়।*

মানুষ একা থাকার জন্য তৈরি হয়নি। প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতের মতো জায়গায় রাখার পরও আল্লাহ তাঁর জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। ভালোবাসার মানুষের পাশে থাকার আকাঙ্ক্ষা, একটি ঘর, একটি পরিবার, সন্তানের মুখ দেখার স্বপ্ন, এগুলো মানুষের স্বভাবের গভীরে গেঁথে দেওয়া। কুরআন একে বলে ফিতরাত, অর্থাৎ সেই স্বভাব, যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

অনেক ধর্ম ও দর্শন ইতিহাসের নানা সময়ে মনে করেছে, আল্লাহর নৈকট্য পেতে হলে সংসার ত্যাগ করতে হবে, বিয়ে থেকে দূরে থাকতে হবে। ইসলাম এই ধারণাকে স্পষ্টভাবে নাকচ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সংসার ইবাদতের পথে বাধা নয়, বরং সংসারই হতে পারে ইবাদতের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র।

ইমাম বায়হাকি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ আমাদের বৈরাগ্যের বদলে দিয়েছেন সহজ, উদার একত্ববাদের দ্বীন। আর তাবারানি ও বায়হাকির বর্ণনায় রাসুল ﷺ বলেছেন, যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে অথচ বিয়ে করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।

তিন সাহাবির ঘটনা

সহিহ বুখারিতে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনজন সাহাবি রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে এসে জানতে চাইলেন, তিনি ঘরে কীভাবে ইবাদত করেন। শুনে তাঁদের মনে হলো, এ তো অল্প! তাঁরা ভাবলেন, রাসুল ﷺ-এর তো আগের-পরের সব গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে, আমাদের আরও বেশি করা দরকার। একজন বললেন, আমি সারা রাত নামাজ পড়ব। আরেকজন বললেন, আমি সারা বছর রোজা রাখব, কখনো বাদ দেব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করব না।

রাসুল ﷺ এসে তাঁদের বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, বেশি তাকওয়া রাখি। তবু আমি রোজা রাখি, আবার রাখি না। রাতে নামাজ পড়ি, আবার ঘুমাই। আর আমি বিয়েও করি। তারপর তিনি বললেন সেই বিখ্যাত বাক্যটি: "যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

লক্ষ করার বিষয়, তিন সাহাবির উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। তাঁরা আল্লাহর আরও কাছে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ তাঁদের দেখিয়ে দিলেন, ভারসাম্যই দ্বীনের সৌন্দর্য। স্বাভাবিক চাহিদাকে অস্বীকার করে নয়, বরং তাকে আল্লাহর দেখানো পথে পূরণ করেই মানুষ পূর্ণতা পায়।

আজকের ভিন্ন রকম "বৈরাগ্য"

আজকের দিনে খুব কম মানুষই ইবাদতের জন্য বিয়ে ছেড়ে দেন। কিন্তু বিয়েকে বছরের পর বছর পিছিয়ে দেওয়ার নতুন নতুন কারণ তৈরি হয়েছে। আগে পড়াশোনা শেষ হোক, তারপর ভালো চাকরি, তারপর ফ্ল্যাট, তারপর গাড়ি। ফারহানের কথাই ধরা যাক। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে ভালো একটা চাকরি পেয়েছে। মা বিয়ের কথা তুললেই বলে, "আর দুটো বছর, মা। একটু গুছিয়ে নিই।" এই দুই বছর কয়েক দফায় বাড়তে বাড়তে ফারহানের বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। এখন সে নিজেই বলে, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দৌড়ে কখন যে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টা পেরিয়ে গেল, টেরই পায়নি।

পুরো বইটি পড়তে চান?

এই অংশে আপনি পড়লেন বইয়ের শুরুটুকু। সামনে আছে জীবনসঙ্গী বাছাইয়ে দ্বীন আর চরিত্রের গুরুত্ব, পরিবারের পরিবেশ, আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে ও সুস্থ সন্তান, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীর সম্মান, আর সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

amzadinsight

www.amzadinsight.com